বাইবেল বোঝার চাবিকাঠি

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ডাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারাত

Key to Understanding the Bible

Published by:
Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal**, India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

Printed March 2015

কেন আমরা বাইবেল পড়ব?

বাইবেল স্বর্গীয় সত্যের এক অপূর্ব ধন ভাণ্ডার । এর উচ্চ সাহিত্যমান, অপূর্ব নৈতিক শিক্ষা বা প্রতিদিন জীবন যাপনে এর অব্যর্থ ব্যবহারিক নির্দেশনার (যেমন হিতোপদেশ) জন্য পাঠকের কাছে এর গ্রহন যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু যারা এই অপূর্ব ধন ভাণ্ডারের সুন্দর সব বিষয় গুলো নিয়ে বিশেষ এই উদ্দেশ্যে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে চায় যে, ঈশ্বর তাদের জন্য কি আকাংখা পোষণ করেন, তবে ঈশ্বর তাদের প্রতি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এমন অফুরন্ত আশীর্বাদ দান করবেন যা মানুষের মূল্যায়ন ক্ষমতার বহু উর্দ্ধে (প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৩)। যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মানুষের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে" (১ম করিন্থিয় ২ঃ৯)।

যা হোক বাইবেল আমাদের নিয়মিত পাঠ করা উচিত যেন আমাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় ও বৃদ্ধি পায় । "কিন্তু প্রাণীক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয় গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মুর্খতা ; আর সে সকলকে সে জানিতে পারে না, কেননা তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়" (১ম করিন্থীয় ২ঃ১৪)। গভীর ভাবে পাঠ করলে এই বইটির জন্য একটি ভালোবাসা সৃষ্টি হতে থাকবে এবং এর লেখকের নিজস্ব ভালোবাসা বইটিতে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা বোঝা যাবে। আর এভাবেই পাঠক বাইবেলের ভালোবাসা ক্রমশ অন্যদের মাঝে ও বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। ফলশ্রুতিতে , এই স্বর্গীয় বইটি যদি সত্যিই পাঠকরা বুঝে যায়

তবে তা সমস্ত মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা মঙ্গল জনক এক মহা ক্ষমতার উৎস হতে পারে। আমাদের পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন আমরা পাঠকের হাতে বাইবেল বোঝার চাবি গুলি তুলে দিতে পারি , যার ফলে পাঠক যেন বাইবেলের বার্তা আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারেন এবং তিনি যেন ঈশ্বরের ভালোবাসার দ্বারা পরিচালিত হন। আমরা বিশ্বাস করি এখন থেকে পাঠকের হাতে এই পুস্তকটি তাকে শেষ পর্যন্ত বাইবেল পড়তে সাহায্য করে।

বাইবেল বোঝার চাবিকাঠি

যাদের দেখবার মত চোখ আছে তারা জানেন পৃথিবীতে বহু দুঃখজনক বিষয় এখনও বর্তমান। সত্য যেখানে ক্ষয়িষ্ণু বা বাইবেল সেখানে ধ্বংসিত লোকদের মাঝে প্রতাশা ও পরিত্রাণের আলো জ্বালাবে। যেখানে আমরা দেখি ভ্রান্ত বিতর্কিত সব বিশ্বাস ও তিক্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে চারিদিকে। পৃথিবী বা ধরিত্রী তার সকল সন্তানদের জন্য অকৃপণ হাতে অফুরন্ত ধন নায্য ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও, দেখি লক্ষ লক্ষ অভুক্ত মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কতনা কষ্ট পাচ্ছে। শান্তিও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার বিপরীতে আমরা দেখছি দেশে দেশে শোষণ নির্যাতন আর যুদ্ধের প্রস্তুতি। গরীব আরও গরীব হয়ে ধুলায় মিশে যাচ্ছে আর পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদ জমা হচ্ছে গুটি কয়েক লোকের হাতে। যারা বাঁচার জন্য চাকুরী চায় তারা কাজ পাচ্ছে না, ধুঁকে ধুঁকে মরছে। হতাশা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এই দুঃসহ অবস্থা হতে পরিত্রাণের কি উপায় নেই ? হ্যাঁ আছে। এই দুঃখ ও হতাশাজনক চিত্র থেকে আমরা চোখ ফিরিয়ে আনি অন্য এক চিত্রে যেটি সুদৃশ্য উজ্জ্বল ও অপূর্ব মনোরম। ঈশ্বরের অভ্রান্ত অথচ অনেকটা অবহেলিত পবিত্র বাক্য দিয়ে এ চিত্র আঁকা হয়েছে বাইবেলে। এই চিত্রে আমরা

দেখি যীশু খ্রীষ্ট আর একবার স্বশরীরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করছেন একচ্ছত্র রাজা হিসাবে (সখরিয় ১৪ঃ৯, প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫) এখানে আইন রয়েছে একটি (যিশাইয় ২ঃ৩), একটি মাত্র ধর্ম বিশ্বাস (সখরিয় ১৪ঃ১৬-১৭), কোন যুদ্ধ সংঘর্ষ নাই (গীতসংহিতা ৪৬ঃ৮-১০) ন্যায্যতা ভাগ হবার কোন অবকাশ নাই (যিশাইয় ১১ঃ ১-৫), নেই কোন স্বৈরাচারী শাসন (যিরমিয় ২৩ঃ ৫), রাস্তা ঘাটে চলা ফেরার কোন অভিযোগ নাই (গীতসংহিতা ১৪৪ঃ১৪)। কোন অব্যবস্থাপনা থাকবে না (যিশাইয় ১১ঃ১-৫)। দরিদ্র ও অসহায়দের সঠিক যত্ন নেওয়া হচ্ছে (গীতসংহিতা ৭২ঃ৪)। ভূপৃষ্ঠ বা ধরিত্রী অযাচিত ভাবে সম্পদ দান করে চলেছেন। (গীতসংহিতা ৬৭ঃ৬) সর্বত্র সৃষ্টির কৃতজ্ঞতার কথা শোনা যাচ্ছে মানুষের মুখে (গীতসংহিতা ১১৩ঃ২-৩)। ভবিষ্যতের এই অপরিমেয় আশীর্বাদের অংশীদার হতে চাইলে একমাত্র আশার যে সুখবরটি রয়েছে তা হচ্ছে - পবিত্র বাইবেলের সুসমাচার। যারা এই সুসমাচারের অঙ্গনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন, তারাই ঈশ্বরের মহান বার্তা ও ভবিষ্যতে অফুরন্ত আশীর্বাদ লাভের আমন্ত্রণ পায়। এজন্য আসুন, আমরা কখনই যেন ঈশ্বরের জন্য আমাদের দরজাকে বন্ধ না রাখি, হৃদয় দ্বার সব সময় উন্মুক্ত রাখি।

বাইবেল - সমস্যা জর্জড়িত বিশ্বের একমাত্র আশা

অভাব - অনটন, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, যুদ্ধ ,সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অস্থিরতা, ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি ও পরিবেশগত ভারসাম্য হীনতা ইত্যাদি আজকের বিশ্বের বাস্তব চিত্র। অন্য দিকে শান্তি, প্রকৃতি সমৃদ্ধি ও সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য দ্রব্যের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তির বিষয়গুলি একেবারে উদ্ভট কাল্পনিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এগুলি থাকে সব বাস্তবতা বিবর্জিত

গালভরা হালকা বুলিতে। অন্যদিকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে লোভ লালসা, দুর্নীতি, অনৈতিকতা সন্ত্রাস আর স্বেচ্ছাচারিতা জীবনের প্রতিটি পদেই এসবের সন্মুখীন হতে হয়। জগতের সমস্যাবলী হতে হয় তারা বিচ্ছিন্ন থেকে যায় এই চিন্তা করে যে, নির্মল সুন্দর জীবন যাপন করব এবং সে ভাবে চেষ্টাও করা হয়েছে ও কোন কোন ব্যক্তিকে অন্য সব লোকদের জাতীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ের নানা সমস্যা ও আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। কিন্ত এখন আর তেমনটি সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা এমন এক বাস্তবতার জগতে বাস করি যেখানে কোন ভাবেই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন থাকা সম্ভব নয়। আজকে জগতের সমস্যাবলী এমন ভাবে জালের মতো বিস্তার লাভ করেছে যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককেই কোন না কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত - যেমন ঃ তার চাকুরী স্থলে, তার পরিবারে বা ঘরে ও তিনি যেটাকে আবশ্যকীয় কোন কাজ বলে বিবেচনা করেন সেখানেই অন্য কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হন। সর্বাধুনিক গণ মাধ্যম গুলি সার্বক্ষণিক নিত্য নতুন সব লোমহর্ষক আকর্ষণীয় খবর প্রদান করে তার মন থেকে শান্তি নামক বস্তুটাকে কর্পুরের মত উঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সার্বক্ষণিক ভাবে একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কি করে এত সব কিছুর শেষ হবে? চরম আশাবাদী ব্যক্তিরা পর্যন্ত নীরব হয়ে গেছেন। তারা আর কখনোই জোর দিয়ে এই আশার কথা বলতে পারছে না যে, "সব কিছু আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে"। জগতের রোগ শোক ব্যাধি এত ভয়ঙ্কর - নিউক্লিয়ার কিংবা রাসায়নিক বা জীবানুর যুদ্ধের আশংকায় মানুষ এমন আতংক গ্রস্থ যে, মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারেনা যে কোথায় এর সমাধান । বড় বড় সব কুটনৈতিক, অথনৈতিক, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ সমাজ কর্মী ও সমাজ বিপ্লবীরাও বর্তমান জগতের এমন ভয়ঙ্কর সব সমাধানের লক্ষ্যে

সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না। তারা হয়তো সান্ত্বনা মূলক কিছু উপশমকারী কথা বলতে পারেন। কিন্তু সার্বজনীন বা সম্পূর্ণ সমাধান কারী কোন পরামর্শ রাখতে পারেন না।

তাদের ঐসব খণ্ডাংশ বা আংশিক উত্তরে কি আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি? তাহলে প্রকৃত সমাধান কোথায়? এ সময়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর বাক্যের প্রতি -তা হচ্ছে, **বাইবেল**। বাইবেল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না এবং ততোটা মর্যাদা প্রাপ্তও নয়, কিন্তু এই বাইবেল শত শত বছর আগে এসব সমস্যার কথা শুধু ভবিষ্যতবাণী করেনি বরং সমাধান ও প্রকাশ করেছে।

বাইবেলের মূল শিক্ষা

বাইবেল **ছেষট্টিখানা** বইয়ের একটি বিশেষ গ্রন্থাগার, যেখানে সৃষ্টিকে নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও মানুষকে উদ্ধারের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ১৬০০বছর ধরে বাইবেল লেখা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, পেশার বিভিন্ন লেখক সকলেই ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন । বাইবেলটি লিখেছেন রাজা, শাসক রাষ্ট্রনায়ক, পুরোহিত, শাস্ত্রবেত্তা, মেষপালক, মাছধরা জেলে, জ্ঞানী-গুণি সকলেই এটি লিখতে ও প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছেন। এসব লেখকদের নিজ নিজ সময় ও শ্রেণীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও তারা সেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন ও লিখেছেন বা বলে গেছেন তার প্রতিটির মাঝে এক আর্শ্চয্য স্মৃতি বা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাইবেলের প্রত্যেক জন লেখক এক একটি নির্দিষ্ট অংকের মহান আশা প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন।

যে মৌলিক সুরটি সমস্ত বই গুলি থেকে বেরিয়ে আসে তাকে নাম দেওয়া হয়েছে **'সুসমাচার'**। এর মৌলিক শিক্ষা গুলি বোঝাই

হচ্ছে এর চাবিকাঠি, সৃষ্টির প্রারম্ভে বা এর বিষয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তা এই চাবিকাঠি দিয়েই জানা যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যদিও অনেকে সুসমাচার পড়ে বা এর উদাহরণ ব্যবহার করে কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই এর প্রকৃত শিক্ষা গুলি বুঝতে পারে। অধিকাংশ লোকের কাছেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পুস্তকের মত।

তা সত্বেও অনন্তকালীন পরিত্রাণ বাইবেলের সুসমাচারের সংগেই ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত (রোমীয় ১ঃ১৬) এবং এই বিশেষ কারণেই আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই বইটির মাঝে যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলি খুব গভীরভাবে ও তীর্যক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে পড়ুন।

'সুসমাচার' শব্দটির অর্থ সুখবর বা সুসংবাদ বা আনন্দের বিষয় জানা। পবিত্র শাস্ত্রে অনেক সময় একে বিশেষভাবে বলা হয়েছে **"ঈশ্বরের সুসমাচার"** কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। বিপরীত দিকের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, মানুষের দিক থেকে মিথ্যা সুসংবাদের বাণী প্রকাশিত হয়।

এজন্য সুসমাচারের প্রকৃত বার্তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা উচিৎ। পৌল লিখেছেন "কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে আমরাই করি কিংবা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক তবে সে শাপগ্রস্ত হউক" (গালাতীয় ১ঃ৮)।

এত বড় একজন প্রেরিত নিজেই যদি ভুল সুসমাচার প্রচার করেন তবে নিজের প্রতি অভিশাপ দাবী করছেন, তাহলে আমরা এত ক্ষুদ্র হয়ে বিকৃত সুসমাচার প্রচার করলে কত না অভিশপ্ত হব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ কারণেই খ্রীষ্টিয়ান জগত অভিশাপের

যোগ্য হয়ে আছে। আর এই অভিশাপের ফলশ্রুতিতেই গোটা খ্রীষ্টিয়ান সমাজের ইতিহাস দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে বিশৃংখলা, সমস্যা সংকুল ও বহু রক্তে রঞ্জিত। এই দীর্ঘ ইতিহাসে কখনই সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুসমাচার ভবিষ্যতের কথা বলে

সুসমাচারের সব সহজ সরল কথা মালার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা। সব থেকে সহজ ভাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে গুছিয়ে প্রেরিত পৌল মাত্র ৭টি শব্দ মালায় একে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন "শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া অব্রাহমের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল যথা, তোমাতে সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে" (গালাতীয় ৩ঃ৮)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সুসমাচার তাঁর বাণী ভিত্তিক। কারণ এটি ভবিষ্যত সম্পর্কে বলে এর ভাববাণী গুলো এখনও পূর্ণতা লাভ করছে। অন্য দিকে পৌল শিক্ষা দিয়েছেন যে, "যেন তিনি পিতৃ পুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থিত করেন" (রোমীয় ১৫ঃ৮)। এই প্রতিজ্ঞা লাভে যিহুদী জাতির পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞার বিষয় গুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন, অব্রাহম, ইসহাক, যাকোব, ও পিতর শিক্ষা দিয়েছেন।

"আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহা মূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন যেন তদ্বারা তোমরা অভিলাষ মূলক সংসার ব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও" (২য় পিতর ১ঃ৪)।

পৌল শিক্ষা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে সব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার মধ্যেই সুসমাচার উপলব্ধি করা যায়।

ফলশ্রুতিতে বাইবেলের প্রকৃত মর্মার্থ্য বুঝতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অব্রাহম সম্পর্কে কিছু বুঝতে হবে।

অব্রাহম-ঈশ্বরের ঘনিষ্ট বন্ধু (যাকোব ২ঃ২৩)

বাইবেলে অব্রাহমের জীবনী লেখা হয়েছে প্রায় ১২টি অধ্যায় ধরে (আদিপুস্তক ১২ থেকে ২৪ অধ্যায়), যা পড়তে সময় লাগবে মাত্র ৪০ মিনিট। আমরা পাঠককে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করব বাইবেলের এই ছোট অংশটি নিজের গরজেই পাঠ করে ফেলতে। এ কারণে অব্রাহমের যে জীবনাচরণ তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যি আজকের বিশ্বাসীদের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য জনক উদাহরণ (রোমীয় ৪ঃ২৩-২৪)।

কলদীয় দেশের 'ঊর' নামক জায়গায় অব্রাহম বসবাস করতেন (আদিপুস্তক ১১ঃ২৮, যিহোশূয় ২৪ঃ২)। এ কারণেই তিনি প্রথম ঈশ্বরের আশ্বাস পান এবং তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি নিজেকে পৃথক করার জন্য হারোন এলাকায় চলে যান। ঈশ্বর তাকে আবার আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকলেন। হারোনে তাকে দর্শন দেবার সময় ঈশ্বর তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে গুলি ছিল শর্ত সাপেক্ষ এবং তাকে হারোন থেকে উন্নত এক দেশ (আজকের ইস্রায়েল) দেখিয়ে দিয়ে যাবার সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করলেন। আদিপুস্তক ১২ঃ১-৩ পদে ঈশ্বর অব্রাহমের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

"সদাপ্রভু অব্রাহমকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব। তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে

তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব, এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে "(আদিপুস্তক ১২ঃ১-৩)। এই প্রতিজ্ঞাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ -

১। জাতীয় প্রতিজ্ঞা - ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন যে, অব্রাহম মহান এক জাতি হবে।

২। ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা - সমস্ত পৃথিবীতে তার নাম মহান হবে এবং তিনি সকলের জন্য আশীর্বাদ হবেন।

৩। পরিবারগত প্রতিজ্ঞা - যারা অব্রাহমকে আশীর্বাদ করে তারা আশীর্বাদ এবং যারা অভিশাপ দেবে তারা অভিশাপ পাবে।

৪। আন্তর্জাতিক প্রতিজ্ঞা - তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের সকল পরিবার আশীর্বাদ পাবে। গালাতীয় ৩ঃ৮ পদে পৌল শেষের অংশটি ব্যবহার করে সুসমাচার কে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করেছেন। অব্রাহমের কাছে করা ঈশ্বরের এই চতুর্মুখী প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে গোটা বাইবেলের মূলবার্তা বুঝতে সাহায্য করে।

চতুর্মুখী প্রত্যাশার প্রতিজ্ঞা

পৃথিবীর উপর ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উপরোক্ত চারটি প্রতিজ্ঞার কোনটিই সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ হয়নি এখনও। উদাহরণ হিসাবে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি দেখা যাক। অব্রাহমের বংশধর যিহুদী লোকেরা এখনও পর্যন্ত সেই মহান জাতি হয়নি এবং কখনই তা ছিল না। এটা ঠিক যে রাজা দায়ূদ ও শলোমনের সময় এই জাতি অত্যন্ত সুখ্যাতি ও গৌরবের শীর্ষে পৌছায়। তবে সেটি ছিল খুবই কম সময়ের জন্য এবং এই স্বল্পসময়ের পরিসমাপ্তি হয় একটি যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে। যার ফলে গোটা বারটি গোষ্ঠীর ইস্রায়েল জাতি দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পবিত্র শাস্ত্র ও ইতিহাসে

যাকে সকলে ইস্রায়েল (দশগোষ্ঠীর উত্তর রাজ্য) ও "যিহুদা" (দুই গোষ্ঠীর দক্ষিণ রাজ্য) হিসাবে জানে। ইস্রায়েল দেশের ইতিহাস বার বার ধর্মদ্রোহিতা, ব্যর্থতা ও পরাজয় বরণ অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে যিহুদা জাতির ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়া ইত্যাদি দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। নিশ্চিত ভাবেই এই ইতিহাস কখনই তাদেরকে মহান জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এমন কি মহান রাজা দায়ূদের রাজত্ব কালে প্রজারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সাময়িক ভাবে কিছু দিনের জন্য তাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে। কখন বা কোন সময়ে অব্রাহমের কাছে করা প্রতিজ্ঞার সত্যতা প্রমাণিত হবে?

উত্তর হচ্ছে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখুন।

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিজ্ঞা

ঈশ্বর যদিও ইস্রায়েল জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন (দ্বিঃ বিবরণ ২৮ঃ৬৪-৬৭) কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জাতিকে আবার একত্রিত করবেন (দ্বিঃ বিবরণ ৩০ঃ১-৩; যিরমিয় ৩১ঃ১০) এবং এই ইস্রায়েল জাতিকে আবার তাদের সেই পূর্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবেন (যিহিস্কেল ৩৯ঃ২৫-২৯)। ইস্রায়েল লোকেরা স্বর্গীয় সত্যে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, তারা আজ তাদের অতীতের অন্ধ কর্ম কাণ্ডের জন্য শোক করবে (সখরিয় ১২ঃ৯-১০)। তাদের পাপ সকল ক্ষমা করা হবে (মীখা ৭ঃ ১৮-২০)। সমস্ত জাতির মধ্যে 'প্রথম' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে (মীখা ৪ঃ৭-৮)।

সব কিছুই সম্পন্ন হবে অব্রাহমের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভাববাণী প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

"তুমি যাকোবের নিমিত্ত সেই সত্য ও অব্রাহমের নিমিও সেই দয়া সাধন করিবে যাহা পূর্বকাল হইতে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করিয়াছিল " (মীখা ৭ঃ২০)।

"আমি তোমাদের নিমিত্ত কার্য্য করিতেছি তাহা নয় কিন্তু তোমার সেই পবিত্র নামের অনুরোধে কার্য্য করিতেছি, তাহা তোমরা যেখানে গিয়াছ সেইখানে জাতিগণের মধ্যে অপবিত্র করিয়াছ" (যিহিস্কেল ৩৬ঃ২২)।

অব্রাহমের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল বলেই আজকে যিহুদী লোকেরা তাদের সেই প্রাচীণ আবাস ভূমিতে ফিরে যাবার এবং আবার ইস্রায়েল জাতি তাদের অস্তিত্ব ফিরে পাবার সুযোগ পেয়েছে। যিহুদী জনগণ ও ইস্রায়েলকে জাতি হিসাবে নত নম্র ও সুশৃংখল হতে হবে যেন ঈশ্বর তার প্রয়োজনের জন্য তাদেরকে আরো উন্নত করে তুলতে পারেন। কারণ ঈশ্বর বলেছেন -

"দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গমন করিয়াছে। আমি তথাকার জাতিগণের মধ্যে হইতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব এবং চারিদিক হইতে তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের দেশে লইয়া যাইব। আর আমি সেই দেশে ইস্রায়েলের পর্বত সমূহে, তাহাদিগকে একই জাতি করিব, ও একই রাজা তাহাদের সকলের রাজা হইবেন" (যিহিস্কেল ৩৭ঃ২১-২২)।

এই সম্পর্কে শাস্ত্রাংশে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা রয়েছে ঃ

১) সব লোকেরা আবার একত্রিত হবে।

২) জাতি আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৩) সম্রাজ্য আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

রাজা বলতে এখানে প্রভু যীশুকে বোঝানো হয়েছে, যাকে বর্ণনা করা হয়েছে "নাসরতের যীশু বিশ্বাসীদের রাজা" তাঁর শক্তিশালী ও ন্যায় পরায়ণ রাজত্বের কালে ইস্রায়েল জাতি অব্রাহমের সময় হতে সকল প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

ব্যক্তি জীবনে প্রতিজ্ঞা

অব্রাহমের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলি এখানে বিবেচ্য। আজকেও কি তিনি আশীর্বাদ

প্রাপ্ত? তার নাম কি আজও মহান? আজকেও কি তিনি জগতের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ?

উত্তর হচ্ছে, না! কারণ অব্রাহম মৃত মানব জাতির কাছে তার নামের মহত্বের এখন আর কোন গুরুত্ব নাই। কারণ আজকের বিশ্বের অধিকাংশ লোকই তার সম্পর্কে জানে না।

তাহলে কখন ও কিভাবে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে ?

খ্রীষ্ট যখন অনন্ত জীবন নিয়ে এই জগতে আবার ফিরে আসবেন তার আগে তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠবেন। আমাদের প্রভু যীশু নিজেই একথা বলেছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে সব যিহুদী ১৯০০ বছর পূর্বে তার পরিত্রাণ ও অনুগ্রহ প্রত্যাখান করছেন, তারা মৃত্যু থেকে জীবন্ত হয়ে উঠবে কিন্তু তারা মশীহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে ও অব্রাহমের সাক্ষ্য দেখার সুযোগ হারাবে এবং সে সময়ে অন্যান্যরা খ্রীষ্টের সাথে সব কিছু উপভোগ করবে। তিনি শাস্ত্রে ঘোষনা করেছেন -

"সেই স্থানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হইবে তখন তোমরা দেখিবে অব্রাহম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন আর তোমাদিগকে বাইরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আর উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্য হইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে বসিবে" (লূক ১৩ঃ ২৮-২৯)।

এই সময়ে অব্রাহম আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন এবং আশীর্বাদের আকরও হবেন। এই সময়ে লোকেরা তার সাথে থাকা সম্মান জনক মনে করবে। আমরা আবার এই সব প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতার দিকে তাকিয়ে থাকব।

পরিবার সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা

যারা সহজেই অব্রাহমের প্রতিজ্ঞা গুলি বিশ্বাস করে ও তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তার পথে চলে তাদের সকলের সাথে অব্রাহমের

আশীর্বাদের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। যীশু এই পৃথিবীর উপরে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তারা সেই রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠবে ও তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত হবে। কারণ "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশে, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী" (গালাতীয় ৩ঃ২৯) । তারাও খ্রীষ্টের মহান পরিবারের অংশীদার হয়, যারা অব্রাহমকে আশীর্বাদ করে, তারাও তার না, খ্রীষ্টের আর্শীবাদের সহভাগী হয়। এখানে প্রতিজ্ঞার এই অংশটি অব্রাহমের পরিবারের সাথে আশীর্বাদের সম্পৃক্ততা গঠন করেছে।

আপনিও যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নেবার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাত "পরিবারের" একজন সদস্য হয়ে উঠতে পারেন (গালাতীয় ৩ঃ ২৬-২৯)।

আন্তর্জাতিক প্রতিজ্ঞার দিক গুলি তখনই কার্যকরী হতে থাকবে যখন যীশু এই পৃথিবীর সকল স্থানের উপর আপন ন্যায় পরায়ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সমগ্র মানব জাতি এই রাজত্বের জন্য গৌরব-প্রসংশা করবে। পবিত্র শাস্ত্র এই কথা বলে তাঁর রাজ্য সম্পর্কে যে "জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল এবং তিনি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন" (প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫)। সিয়োন থেকে এই রাজ্যের আইন কানুন নেওয়া হবে, যিরুশালেম থেকে সদাপ্রভুর বাক্য নেওয়া হবে; বিশ্বের সকল জাতিকে রাষ্ট্রকে এক পতাকার তলে একতায় ও ঈশ্বরের সামনে শান্তিতে নিয়ে আসা হবে (যিশাইয় ২ঃ২-৪)। আজকের মানবীয় শাসন এর কালে যে সব সমস্যা বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সবই খ্রীষ্টের গৌরবময় প্রশাসন দ্বারা সমাধান করা হবে। গরীব-অসহায় মানুষেরা সাহায্য পাবে; যার অভাব রয়েছে তার সব অভাব পুরণ করা হবে ; স্বৈরাচার বা লস্কর দস্যু বৃত্তি যারা করে সেইসব দুঃশাসককে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে এবং "সকল জাতি"

প্রভুর সেবা করার ও তার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে (গীতসংহিতা ৭২ঃ ১১,১৭)। এত বিশাল সংখ্যক সৈন্য বাহিনী, শক্তিশালী নৌবাহিনী ও এত বড় বিমান বাহিনী এ সবই জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হবে না। কারণ সমগ্র পৃথিবীর উপর তখন একজনই ন্যায়বান রাজা রাজত্ব করবেন। আগে যে সব বিশাল সম্পদ যুদ্ধ সংঘর্ষের জন্য ব্যয় করা হয়েছে সেগুলি সমগ্র মানব জাতির মানবিক কল্যানে ব্যবহার করা হবে। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখব; "বিশ্বের সমগ্র জাতি অব্রাহমের কাছে বলা সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার অংশীদার হবে যে, এই প্রকারে সকল জাতিগণ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে"।

এ কারণে পৌল দেখিয়েছেন যে, সুসমাচারে বর্ণিত প্রত্যাশা অনুসারে, অব্রাহমের উত্তরাধিকার হিসাবে মহান প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই সব প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হবে" (গালাতীয় ৩ঃ৮) এবং তিনি অব্রাহমের বংশ থেকেই এসেছেন (মথি ১ঃ১) এবং সুসমাচার কিছু চাবিকাঠি বিষয় দেখায়, সে গুলি ঈশ্বরের বাক্যের যে কোন দুর্বোধ্য অংশের প্রকৃত অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে।

"এই সমগ্র দেশ আমি তোমাকে দান করিব"

আদি পুস্তকে অব্রাহমের সাথে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার আরও কিছু অগ্রগতি বা সমৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অব্রাহম তার কাকাতো ভাই লোট এর সংগে কাজ করে বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। একত্রিত বিশাল পশুপাল তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ বিভিন্ন দলের পশু পালকরা একে অন্যের সাথে ঝগড়াঝাটি করত।

এজন্য অব্রাহম ও লোট চিন্তা করল যে তারা একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অব্রাম (আগে তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন) একেবারে স্বার্থহীন ভাবে প্রথমে লোটকে সুযোগ দিলেন তার ইচ্ছেমত ভূমি বেছে নিবার জন্য । লোট তাকিয়ে দেখলেন তার সামনেই রয়েছে

প্রচুর জল সমৃদ্ধ জর্দানের সমতল ভূমি, এর সাথে সদোম ও ঘমোরার সমৃদ্ধশালী নগরী এবং তিনি সেখানকার সম্ভাবনাময় আরাম আয়েসের জীবন যাপন ও অব্রাহমকে ছেড়ে সেখানকার আনন্দদায়ক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা ভেবে সেখানে যেতে আকৃষ্ট হলেন এবং সদোম নগরীতে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন । ফলে তিনি আরো অনেক কিছু থেকেও নীচে নেমে গেলেন। অব্রাহমের সাথে যে কঠোর পরিশ্রমের জীবন যাপন করতেন তা ত্যাগ করলেন, তাঁর মহিমা-গৌরব হারালেন , প্রতিজ্ঞাত দেশের পাহাড়ি ভূমি প্রকৃতির সব মূল্যবোধ হারালেন এবং সেই মহান ঈশ্বরের গৃহ - সেই বেথেলের উত্তরাধিকার হারালেন।

লোট তার আত্মীয়ের সকল পশু সম্পদ হতে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর, ঈশ্বর অব্রাহমের সাথে আর একটি প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি এতে বললেন ,"এই স্থান হইতে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্বে পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর ; কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব ..... উঠ এই দেশের দৈর্ঘ প্রস্থে পর্যটন কর, কেননা আমি তোমাকে ইহা দিব "(আদিপুস্তক ১৩ঃ১৪-১৭)।

অব্রাহমের কাছে যে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তার গুরুত্বের উপর আমরা অতিরিক্ত জোর দিতে পারি কারণ প্রতিটি প্রকৃত বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত প্রত্যাশার ভিত্তি হিসাবে এটি কাজ করে। লক্ষণীয় যে, অব্রাহম ও তার বংশধরেরা এটা অনন্তকাল ধরে ভোগ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, শুধুমাত্র তাদের জীবদ্দশার পর্যন্ত এটি হবে তা নয়। এটা খুবই সত্যি কথা যে অব্রাহমের কাছে করা প্রতিজ্ঞা এখনও পূর্ণতা পায়নি, অথবা অন্য কথায় অব্রাহম আবার জীবিত হয়ে উঠবেন তাও সত্য হয়নি। অব্রাহম ও তার বংশধরেরা কবর হতে একেবারে জীবিত হয়ে উঠে ও অনন্ত জীবন লাভ করে এই প্রতিজ্ঞার উত্তরসুরী হিসাবে আবির্ভূত না হলে আমরা ঈশ্বরের

এই প্রতিজ্ঞার উপর আমাদের আস্থা রাখতে পারিনা।

এজন্য যারা শিক্ষা দেন যে এই প্রতিজ্ঞা শুধুমাত্র স্বর্গীয় স্থানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে তাদের ব্যাখা কি? তারা সাধারণতঃ এমন ব্যাখ্যা করে থাকেন যে অব্রাহমের সাথে করা এই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাটি শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু উপরের ব্যাখ্যার সাথে এখানেই স্পষ্ট মত পার্থক্য দেখা দেয় যে, অব্রাহমের মৃত্যুর ১৯০০ বছর পর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম স্বাক্ষ্যমর স্তীফান অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় একথাটি বলেন যে, "অব্রাহম এখনও প্রতিজ্ঞাত সেই দেশে ফিরে যায়নি"। এখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয় যে, স্তীফান অব্রাহমের সাথে করা ঐ মহান প্রতিজ্ঞাটির উপর পূর্ণ বিশ্বাস করেই তার কথাটি বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ "আর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে (ঈশ্বর) তাহাকে তথা হইতে এই দেশে আনিলেন, যে দেশে এখন আপনারা বসবাস করিতেছেন। কিন্তু ঐ দেশের মধ্যে তাহাকে অধিকার দিলেন না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও না; আর অঙ্গীকার করিলেন তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার পরে তাঁহার বংশকে অধিকারার্থে তাহা দিবেন".....(প্রেরিত ৭ঃ১-৪)।

অব্রাহমকে কিভাবে ভূমি দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল? একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন কেবল তখনই সমস্ত মৃতদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করলে এই ভূমি বা দেশ দেওয়া হবে। (যিশাইয় ২৬ঃ১৯, দানিয়েল ১২ঃ১-২, প্রেরিত ২৬ঃ৬-৮)।

দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

অব্রাহমের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেটি নানা ভাবে বিস্তার লাভ করে ও বহু বছর পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়ে

অব্রাহমের এক যোগ্য বংশধর ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের জন্যও প্রযোজ্য হয়। ২য় শমূয়েল ৭ঃ১০-১৬ অংশে আমরা একটি প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারি যেটি রাজা দায়ূদের কাছে ঈশ্বর করেছিলেন। এখানে রাজাকে বলা হল -

"আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য একটি স্থান নিরূপণ করিব ও তাহাদিগকে রোপণ করিব : যেন আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করে এবং আর বিচলিত না হয়। দুষ্ট লোকেরা আর তাহাদের দুঃখ দিবে না, যেমন পূর্বে দিত। তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব এবং তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমি তাহার পিতা হইব ও সে আমার পুত্র হইবেআর তোমার কুল ও তোমার রাজ্যত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী থাকিবে" (২য় শমূয়েল ৭ঃ১০-১৬)।

রাজা দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা গুলির মাঝে কতক গুলি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

১. ইস্রায়েল জাতি আবার প্রতিজ্ঞাত সেই দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে; কেউ আর তাদের উৎপাটন করবে না, কেউ কখনও যন্ত্রণা দেবে না।
২. রাজা দায়ূদের সিংহাসনে চিরস্থায়ী একজন রাজা বসাবেন, যিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র এবং দায়ূদের বংশ জাত (১২-১৪পদ)।
৩. এই চিরস্থায়ী রাজা ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির বা উপাসনা গৃহ নির্মাণ করবেন (১৩ পদ)।
৪. তিনি একজন বিশ্বস্ত "আবাসস্থল" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বা

রাজা দায়ূদের একজন সুযোগ্য উত্তর পুরুষ হবেন (১১-১২ পদ)।

৫. দায়ূদের মৃত্যুের পরে (১২পদ) প্রতিজ্ঞাত সেই উত্তরসূরী আসবেন। তিনিই দায়ূদের পুনরুত্থানকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবেন, যেন তার সামনে যেসব বিষয় গুলি অনন্ত কালের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলি দায়ূদ দেখতে পারেন (১৬ পদ)।

অব্রাহমের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটি যেন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জাত ধারাবাহিক প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রথমত পার্থিব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিজ্ঞাটি করা হয়। পরবর্তীতে তা একটি সিংহাসন ও রাজ্যের প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রতিজ্ঞার কোনটিই এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণতা পায়নি। বাস্তবিক পক্ষে দায়ূদের সিংহাসনের দুই হাজার বছর ধরে কোন অস্তিত্ব নাই। ইস্রায়েলের শেষ রাজা সিদিকিয়ের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। যিহিস্কেল ২১ঃ২৫-২৭ পদে বলা হয়েছে।

"আর হে আহত দুষ্ট ইস্রায়েল-নরপতি অনন্ত অপরাধের সময়ে তোমার দিন উপস্থিত হইল। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উষ্ণীষ অপসারণ কর ও রাজমুকুট দূর কর। যাহা আছে আর তাহা থাকিবে না। যাহা উচ্চ তাহা খর্ব্ব হউক। আমি বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয় করিব। যাহা আছে, তাহাও থাকিবে না, যাবৎ তিনি না আইসেন যাহার অধিকার আমি তাহাকে দিব"।

যীশু খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান

রাজা দায়ূদকে যে সন্তান দানের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং যিনি এ সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসুরী, যিহিস্কেল ভাববাদীর কথা অনুসারে তিনি আর কেউ নন, তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। মাতা মরিয়মের

কাছে গাব্রিয়েল যীশুর জন্মের আগে যে কথা বলেছিলেন তা সমস্ত সময়ে অনিশ্চয়তাকে দূরীভুত করে যীশুই যে সেই দায়ূদ সন্তান।

তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এভাবে ঃ-

"আর দেখ তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে। আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন দিবেন। তিনি যাকোব কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাহার রাজ্যের শেষ হইবেন না" (লূক ১ঃ৩১-৩৩)।

এসব রাজ্যের পূর্ণতা দাবী করে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে ফিরে আসার পর দায়ূদ এবং তার মত যারা আছে সকলেই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন ও অন্য জীবনে প্রবেশ করবেন। তারা ইস্রায়েলকে তার পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন এবং যিরুশালেম নগরী থেকে গোটা বিশ্বে রাজা হিসাবে রাজত্ব করবেন।

খ্রীষ্টের আগমন জগতকে পরিবর্তন করবে

ব্যক্তিগতভাবে ও দৈহিক ভাবে দৃশ্যতঃ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই জগতে ফিরে আসা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয় স্থানেই এটি গুরুত্বপূর্ণ। যিশাইয় এই ভাববাণী করেছিলেন যে দিন আসছে যখন উদ্ধারকর্তা সিয়োনে আসবেন এবং যাকোব এর বংশধরদের সদাপ্রভুর ব্যবস্থা (বা আইন) ভংগ করা থেকে ফিরিয়ে আনবেন ইহা সদাপ্রভু কহেন (যিশাইয় ৫৯:২০) আর সেই ফিরে আসা ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বরের পথে ফেরার সাথে সম্পর্কযুক্ত। দায়ূদ যে কারণে গীতসংহিতায় বলেছেন।

"তুমি উঠিয়া সিয়োনের প্রতি করুণা করিবে। কারণ এখন

তাহার প্রতি কৃপা করিবার সময়, কারণ নিরূপিত কাল উপস্থিত হইল..... কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে গাঁথিয়াছেন, তিনি স্বীয় প্রতাপে দর্শন দিয়াছেন" (গীতসংহিতা ১০২ঃ১৩-১৬)।

দানিয়েল ভাববাদী আমরা যে সময় কালে বসবাস করছি সে সময় সর্ম্পকে অব্যর্থ ভাবে বলেছেন:

"আর সেই রাজাগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য-স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না। এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না, তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবেন" (দানিয়েল ২ঃ৪৪-৪৫) ।

নতুন নিয়মেও ঠিক একই চিত্র দেখা যায়। তাঁর বিজয়ী পুনরুত্থানের পর যীশু যখন জৈতুন পর্বতের উপর থেকে সরাসরি স্বর্গে চলে যাচ্ছিলেন ঐ সময় তার শিষ্যদের কাছে বলা স্বাভাবিক সেই অবসম্ভাবী বা প্রশ্নাতীত কথা গুলো নিয়ে কি আপনি কখনও চিন্তা করেছেন?

কথাগুলি ছিল ঃ-

"তিনি যাইতেছেন আর তাহারা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেখ , শুক্লবস্ত্র -পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকট দাঁড়াইলেন, আর তাহারা কহিলেন হে গালীলীয় লোকেরা তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে নীত হইলেন, উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" (প্রেরিত ১ঃ১০-১১)।

এই ঘটনার বর্ণনার সাথে নতুন নিয়মের ও পুরাতন নিয়মের সকল লোকেরাই একমত। একটি উদাহরণ দেখা যাক-

"এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন, (ইহা তখনই হইবে) যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরাক্রমের দূতগণের সহিত জলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন, এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞা বহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকাল স্থায়ী বিনাশ রূপ দণ্ড ভোগ করিবে" (২য় থিষলনীকিয় ১ঃ৭-১০) ।

এটা নিশ্চিত যে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এই পৃথিবীর উপরই আক্ষরিক অর্থে বিশ্বব্যাপী একটি ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে বেশ শক্তি সান্ত্বনা পেতেন এবং বর্তমানের নাটকীয় দিন গুলিতেও সুসমাচারে বিশ্বাসী সকলেই এই চিন্তা করে একই শক্তি সান্ত্বনা লাভ করে যে, তাদের সময় কালে যীশু নিশ্চিত ফিরে আসছেন।

এই জগতের উপর স্বর্গীয় কোন রাজ্য স্থাপন করতে গেলে অনিবার্য ভাবেই যীশু খ্রীষ্টকে একটি কাজ অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে বর্তমান জগতের সব সরকার, সব ব্যবস্থা ও সব পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে হবে। যীশুর ফিরে আসবার পর তার কাজ সম্পর্কে বাইবেলে বেশ কয়েকটি স্থানে ভাববাণী করা হয়েছে, যেমন গীতসংহিতা ২, মীখা ৪ঃ১-৮ ও যিশাইয় ২ঃ১-৪ পদ। এই জগতের রাজাগণ আর কখনই অন্যায় ভাবে শাসন করতে পারবেন না, অমানবিকতা আর থাকবে না, লোভ-লালসা, অতিরিক্ত উচ্চাশা ও দুর্নীতি আর থাকবে না, কিন্তু সিয়োন হইতে ব্যবস্থা (আইন) ও যিরুশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে এবং তিনি দুঃখী প্রজাগণের বিচার করিবেন, তিনি দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন, কিন্তু উৎপীড়ককে চূর্ণ করিবেন তাহার সময়ে ধার্মিক

লোক প্রফুল্ল হইবে, চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে । তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন। সমুদয় রাজা তাহার কাছে প্রণিপাত করিবেন। সমুদয় জাতি তাহার দাস হইবে" (গীতসংহিতা ৭২)।

যিরুশালেম থেকে যে শুধু বিশ্বজনীন এক সরকার উৎপন্ন হবে তা নয় এই নগরীকে কেন্দ্র করেই গোটা বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা পরিচালিত হবে। হ্যাঁ, পৃথিবীতে আর কখনই ধর্ম বিশ্বাস ও মতাদর্শ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-বিভ্রান্তি থাকবে না, কিন্তু গোটা বিশ্বব্যাপী একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপিত হবে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিশ্বে একই উপাসনা পরিচালিত হবে, প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয় হতে সমগ্র মানুষের হৃদয়ে (সখরিয় ১৪ঃ১৬-১৯)। আর এটাই বিগত দীর্ঘ ছ'হাজার বছর ধরে মানুষের ভুল শাসনের প্রতি সৃষ্টিকর্তার যথার্থ উত্তর।

আজকের মানব জাতি সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য বা অরাজক অবস্থায় পঙ্কিল আবর্তে আকৃষ্ট হয়েছে যেখান থেকে মানবতাকে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা কোন বিপ্লব তাকে রক্ষা করতে পারবে না। একমাত্র ঈশ্বরই এই মুমূর্ষু অবস্থা হতে মুক্তির সম্পূর্ণ উত্তর এবং তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে এ বিষয়ে কাজ করবার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মহা অনুগ্রহ করে তার পবিত্র বাক্য বাইবেল এর মাধ্যমে সব কথা মানব জাতির জন্য বলে দিয়েছেন। এই বাইবেল আজকের ভয়াবহ বাস্তবতায় মানব জাতির ধ্বংসাত্মক পথের মাঝে ঈশ্বরের সময় নির্দেশক একটি সাইন বোর্ডের মত।

প্রিয় পাঠক সাবধান, সেই সময় এখনই উপস্থিত যখন আমরা শুধুমাত্র এই মহা সংকেতই পাচ্ছিনা যে তার সময়ের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সাথে সাথে এটাও অনিবার্য হয়ে আসছে যে, তিনি

আগেই যীশু খ্রীষ্টকে জগতের মাঝে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা রক্ষা পাই, সে কথা নিশ্চয় আমরা সকলেই শুনেছি; সেই যীশু জগতের সবকিছু ধ্বংস হবার পর ফিরে এসে রাজত্ব করবেন ও সব কিছুকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলবেন - আর এসব কথা বহু পূর্ব থেকেই ঈশ্বর তার পবিত্র লোকদের দ্বারা বলে আসছেন"(প্রেরিত ৩ঃ২০-২১)।

খ্রীষ্ট ফিরে আসছেন, তিনি যারা বিচারের যোগ্য তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবেন (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২২-২৬); ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন (২য় তীমথিয় ৪ঃ১,৭,৮) এবং সারা পৃথিবী রাজত্ব করবেন (প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ৯,১০)।

খ্রীষ্ট ফিরে আসছেন - আপনার কাছে কি কোন অর্থ আছে?

শেষ কালে জগতের সমস্যাবলী এক ভয়ঙ্কর জটিল রূপ ধারণ করবে এবং এমন সময়ে খ্রীষ্ট আসবেন তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে - তিনি আসবেন অব্রাহমের প্রতিজ্ঞাত বংশধর হিসাবে ও দায়ূদের সন্তান হিসাবে, যিনি রাজা দায়ূদের সেই ঐতিহ্যবাহী সিংহাসনে বসে ন্যায্যতা, দাম্ভিকতায় শাসন করবেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের এই ঘটনা এখন আপনার জন্য কার্যকরী হতে পারে, যেসব বিষয় গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলি সুসমাচারের নীতিমালা দিয়েই গঠিত ।

পরিত্রাণ লাভের জন্য একমাত্র সত্য সুসমাচারে বিশ্বাস করা ও প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা অনিবার্য একটি বিষয়-

"আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে" (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬)।

বাইবেল সুসমাচার সম্পর্কে কি সংকেত দেয় তা যত্ন সহকারে লক্ষ্য করুন। আমরা দেখব যে, আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার সবই সুসমাচারে রয়েছে -

"কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল" (প্রেরিত ৮ঃ১২) ।

যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও তাঁর সুসমাচার মান্য করে ঈশ্বর তাদেরকে তার ঐশ্ব রাজ্যের উত্তরাধিকার ও অনন্ত জীবন দানের ঘোষণা দিয়েছেন । তাঁর নিজস্ব পবিত্র বাক্য বাইবেলে ঈশ্বরের যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা ও গ্রহণ করা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নিষ্পাপ নামে আবৃত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা এবং তার পবিত্র বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের জীবনের মধ্যে দিয়ে যে নীতিমালা প্রদর্শিত হয়েছে সে অনুসারে জীবন যাপন করা এ সকলই তাঁর আগমনের সময়ে তাঁর সামনে যাবার অনিবার্য শর্ত সমুহ।

"কেননা তোমরা সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ, কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। যিহুদী কি গ্রীক আর হইতে পারেনা, নর ও নারী আর হইতে পারেনা, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও তবে সুতরাং অব্রাহমের বংশ, প্রতিজ্ঞা অনুসারে দায়াধিকারী" (গালাতীয় ৩ঃ ২৬-২৯)

প্রেরিতদের শেখানো এক বিশ্বাসের সার সংক্ষেপ

দেহ এক এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহুত হইয়াছে । প্রভু এক বিশ্বাস এক

বাপ্তিস্ম এক সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক তিনি সকলের উপরে সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন । (ইফিষীয় ৪ঃ৪-৬)

বাইবেল

পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়ই মানব জাতির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং দু'টোই সমান ভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বপূর্ণ। দু'টাই সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বর অনুপ্রাণিত ও অব্যর্থ। নতুন নিয়মটি পুরাতন নিয়মের সম্পূরক এবং নতুন নিয়মের শিক্ষা সমুহ বিশেষ ভাবে পুরাতন নিয়মের উপর ভিত্তি করে লিখিত (লূক ২৪ঃ ২৭, ১ম থিষলনীকীয় ২ঃ১৩, ২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬, ২য় পিতর ১ঃ ১৯-২১)।

ঈশ্বরত্ব

ঈশ্বর তিন জন নয়, একজনই। ঈশ্বর নিজে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা এবং যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছেন (২য় বিবরণ ৬ঃ ৪, মার্ক ১২ঃ ২৯-৩২, ১ম করি: ৮ঃ ৫-৬ ইফিষীয় ৪ঃ ৬, ১ম তিমথীয় ১ঃ১৭, ২ঃ৫)।

আত্মা

ঈশ্বরের শক্তি, যার দ্বারা তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যার সাহায্যে সৃষ্টির সবকিছু বেঁচে থাকে (আদিপুস্তক ১ঃ১-২, গীতসংহিতা ১০৪ঃ ৩০, প্রেরিত ১৭ঃ২৫-২৮)। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে স্বর্গীয় সত্যের ক্ষমতা বর্ণনা করতে এই পবিত্র আত্মা ব্যবহৃত হয়, যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মনোনীত ব্যক্তিদের হৃদয়ে জীবনে সেই সত্য প্রকাশিত হতে পারে (ইব্রীয় ১ঃ১, যোহন ৬ঃ৬৩, ইফিষীয় ৬ঃ১৭, ১ম যোহন ৫ঃ৬-৭) "আর এই ভাবে বিশ্বাসীরা আত্মা দ্বারা চালিত হওয়ার" জন্য অনুপ্রাণিত হয় অথবা সত্য বিশ্বাস করানোর ব্যাপারে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার প্রভাব খাটায় (গালাতীয় ৫ঃ ১৬-১৮)।

পবিত্র আত্মা ঃ যদিও বাইবেলে অনেক সময় ব্যক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে (যেমন ধনসম্পদ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, পাপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বর্ণনায়) কিন্তু তিনি একজন ব্যক্তি নয়, বরং ঈশ্বরের "এক আত্মা" যার দ্বারা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত উদ্দেশ্য সমূহ সাধন করেন। যেমনঃ "আশ্চর্য্য কাজ, চিহ্নকাজ ও আলৌকিক কাজ সমূহ" (প্রেরিত ১ঃ৮, ২ঃ১-৪, ২ঃ২২; ১০ঃ ৩৮)

আত্মিক দান ঃ বিশ্বাসীদের জীবনে দেওয়া হয়েছিল যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন, বিশেষ ভাবে প্রেরিতদের হাতে আত্মিক দান দিয়ে তা ব্যবহার করা হয়েছিল (প্রেরিত ৮ঃ১৮)। প্রেরিতদের মৃত্যুের সাথে সাথে এই আত্মিক ক্ষমতা আর থাকেনি এবং এসব আত্মিক দান তুলে নেওয়া হয়েছে (১করিন্থীয় ১৩ঃ ৮)।

যীশু খ্রীষ্ট

যীশু খ্রীষ্ট পুত্র ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মথি ২ঃ১৮-২৩; লূক ১ঃ ৩১-৩৫; গালাতীয় ৪ঃ৪)। তিনি মানুষ জাতির মতই একজন মানবীয় মানুষ ছিলেন, তার স্বভাব প্রকৃতি সবই ছিল মানুষের মত (১ তীমথিয় ২ঃ ৫; ইব্রীয় ২ঃ ১৪-১৭)।

ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনায় তিনিই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ঃ যাঁর কথা এদোন উদ্যানে, অব্রাহমের কাছে, রাজা দায়ূদের কাছে এবং কথা অনেকের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩ঃ১৫, গালাতীয় ৪ঃ৪), যাঁর মধ্য দিয়ে সকল প্রতিজ্ঞা পূরণ করা হবে (আদিপুস্তক ২২ঃ১৭-১৮ সাথে গালাতীয় ৩ঃ ৮-১৬) এবং গীতসংহিতা ৮৯ঃ ৩৪-৩৭, প্রেরিত ১৩ঃ ২২-২৩ পদ গুলি মিলিয়ে পড়ুন । এ ছাড়া গালাতীয় ৩ঃ১৪, ১৯, ২৬-২৮; প্রেরিত ৪ঃ১২; রোমীয় ১৫ঃ ৮ পদ গুলিও পড়ুন।

যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসছেন ঃ এই পথিবীতে ব্যক্তিগত ভাবে আবার ফিরে আসবার এই ঘটনাটি ঘটবে পরজাতীয়দের মাঝে সুসমাচার পৌঁছানোর পর (প্রেরিত ১ঃ ১১, ৩ঃ২০-২১; ২য় তীমথিয় ৪ঃ১; প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৭)। তিনি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২৫, দানিয়েল ২ঃ৪৪, ৭ঃ১৩-১৪; প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫)।

যীশু খ্রীষ্ট হবেন রাজাদের রাজা ঃ যারা তাদের গোটা জীবনাচরণে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তারাই তাঁর সহযোগী রাজা ও পুরোহিত হিসাবে তাঁর পাশে থাকবেন এবং তাদের অনন্তকালীন মৃত্যুহীনতার পোষাক পরানো হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৯ঃ১৬, ৫ঃ ৯; ১ম তীমথিয় ২ঃ১২; প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৪; গীতসংহিতা ১৪৯ঃ৫-৯)।

মানব প্রকৃতি

মানুষ ধুলি থেকে আসা জীব, যাকে ঈশ্বর শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে প্রাণশক্তি যুক্ত করেছেন (আদিপুস্তক ২ঃ৭, ৩ঃ১৯, ৭ঃ ২১-২২, ১৮ঃ ২৭, গীতসংহিতা ১০৩ঃ১৪)। পুনরুত্থিত হওয়া ছাড়া তার আর কোন আশা নেই (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ ১৭-১৮; ইফিষীয় ২ঃ ১২)।

আত্মা ঃ এই শব্দটি দ্বারাই সৃষ্টি জীবের প্রাথমিক অর্থ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে একে প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন, জীবন, জীবন্ত, প্রাণ, মানুষ "ব্যক্তি", "আত্মা", "দেহ" ও "পশু"। এই আত্মা মারা যায়, দুর্নীতি করে ও নষ্ট হয়ে যায়। আবার একে হত্যা করা যায়, শ্বাস রোধ করা যায় ও ধ্বংস করে ফেলা যায় (আদিপুস্তক ২ঃ৭, যিহোশূয় ১০ঃ২৮, ইয়োব৭ঃ১৫, গীতসংহিতা ৫৬ঃ১৩, ৭৮ঃ৫০-৮৯, ৪৮ঃ১১-৬৬, যিশাইয় ২৯ঃ৮, ৫৩ঃ১২, যিহিস্কেল ১৮ঃ৪, গীতসংহিতা ৮৯ঃ৪৮, ১১৬ঃ৮, প্রেরিত ৩ঃ২৩)।

মৃত্যু দেশে ঃ মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে অসচেতন থাকে (পুনরুত্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক) এবং অনিবার্য্য ভাবে বিনষ্ট অবস্থায় থাকে (উপদেশক ৩ঃ ১৬-২১, ৯ঃ৫,১৯; যিশাইয় ৩৮ঃ১৮, গীতসংহিতা ৬ঃ৫, ৪৯, ১২-১৪, ১৪৬ঃ ৩-৪, ১ম করি: ১৫ঃ১৩-১৮)।

"নরক" মৃত্যুর একটি স্থান ঃ এই নরক শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সিয়ল' ও গ্রীক প্রতিশব্দ হচ্ছে "হেডেস" এই উভয়ই আদি ভাষার "একটি লুকায়িত স্থান" অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে "কবর" অথবা "গহব্‌র বা খাদ" হিসাবে উল্লেখ করা হইয়েছে। বাইবেলের রিভাইজড ভার্সান ও মার্জিনাল রেফারেন্স দেখায় যে সিয়ল থেকে কবর ও হেডেস শব্দ থেকে নরক অনুবাদ করা হয়েছে। আবার উভয় শব্দই ক্রমাগত ভাবে "কবর" হিসাবে দেখানো হয়েছে। (গীতসংহিতা ৯ঃ১৭ সাথে ৩১ঃ১৭, গীতসংহিতা ৩০ঃ৩ সাথে প্রেরিত ২ঃ২৭,৩০-৩২ পদ গুলির তুলনা করুন)।

"গেহেনা" যিরুশালেম নগরীর বাইরের একটি বিশেষ স্থান, যেখানকার জলন্ত আগুনে সব সময় নগরীর ময়লা আবর্জনা ফেলা হত। আর এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে দুষ্ট লোকদের চিরস্থায়ী ধংসের (বিনষ্ট এসেছে মৃত্যুতে) কথা বোঝাতে (মার্ক ৯ঃ৪৭-৪৮)।

পাপের কারণ

ইংরেজী "ডেভিল" বা বাংলায় "দিয়াবল" শব্দটি এসেছে গ্রীক "ডায়াবোলোস" শব্দ হতে যার তাৎপর্যপূর্ণ অর্থটি হচ্ছে "মিথ্যা অভিযোগকারী" অথবা অপরাধকারী। ১ম তীমথিয় ৩ঃ১১ পদে অনুবাদ করা হয়েছে "মিথ্যা অপবাদকারী" হিসাবে এবং ২য় তীমথিয় ৩ঃ৩ ও তীত ২ঃ৩ পদে মিথ্যা অভিযোগকারী হিসাবে। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে "পাপ" বা ব্যবস্থাহীনতা বা আইন হীনতা তা সে ব্যক্তিগত হোক কিংবা রাজনৈতিক পর্যায়েই হোক । এটা মানব প্রকৃতির আইন বিরুদ্ধ লোভলালসা ও প্রবণতাকে বোঝাতে ও ব্যবহার করা হয়েছে।

যা অনিবার্য্য ভাবেই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। দিয়াবল অতি প্রাকৃতিক কোন সত্ত্বা নয় (১ম যোহন ৩ঃ৮ সাথে যাকোব ৪ঃ১, এবং ইব্রীয় ২ঃ১৪ সাথে ১ম করিন্থিয় ১৫ঃ৫৬ পদ গুলি তুলনা করে পড়ুন। রোমীয় ৫ঃ১২, ২১, রোমীয় ৬ঃ২৩ পদ গুলি দেখুন) ।

ইংরেজী 'স্যাটান' বাংলায় শয়তান শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ হচ্ছে 'মন্দ' শত্রু বা অভিযোগকারী। অনেক সময় এটি ভাল অভিযোগকারী হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। (১ম বংশাবলী ২১ঃ১ সাথে ২য় শমূয়েল ২৪ঃ ১ পদের তুলনা করে পড়ুন)। একজন স্বর্গদূত যে আনুমানিক বা সর্ব অবস্থায় প্রতিরোধ করে তাকে বোঝান হয়েছে। (গণনাপুস্তক ২২ঃ ২২,৩২ পদ গুলিকে শয়তান শব্দটি দ্বারা মন্দ ও রোধকারী বোঝানো হয়েছে)। প্রেরিত পিতরকে এক সময় শয়তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যখন তিনি তার প্রভুর কথার বিরোধীতা করেন (মথি ১৬ঃ২৩)। দেখা যায় অনেক সময় রাজারা কিংবা ক্ষমতাশীনরা প্রতিরোধকারী বা শয়তান হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। (১ম শমূয়েল ২৯ঃ৪, ২য় শমূয়েল ১৯ঃ২২, ১ম রাজাবলী ১১ঃ১৪,২৩,২৫ - যে সব স্থানে ইংরেজী প্রতিরোধকারীর মূল গ্রীক শব্দের মর্ম শয়তান, ১ম তীমথিয় ১ঃ২০)।

উদ্ধার পরিকল্পনা

একটি অবস্থা (আইন) দেওয়া হয়েছিলো প্রথম আদমের কাছে যাকে তিনি 'অতি উত্তম' হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার জীবনের ধারাবাহিক গতিপথ নির্ভর করত সেই উত্তমতার উপর (আদিপুস্তক ২ঃ১৭, ৩ঃ১-৩)।

মরণশীলতা আদম ও হবার দ্বারা ঈশ্বরের আইন অমান্য অপরাধ জনিত পাপের প্রতিফলস্বরূপ উত্তরাধিকার । আর এ কারণেই মানুষ উত্তরাধিকার সুত্রে পাপ মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করে

চলেছে (আদিপুস্তক ৩ঃ১৭-১৯; রোমিয় ৫ঃ১২,১৮; ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২১-২২; গীতসংহিতা ৮৯ঃ৪৮; ইয়োব ৪ঃ১৭; উপদেশক ৩ঃ১৯-২০, ৯ঃ৫-৬; ইয়োব ৩ঃ১৫-১৯; যিশাইয় ৩৮ঃ১৮-১৯; গীতসংহিতা ৬ঃ৫, প্রেরিত ১৩ঃ ৩৬, ২ঃ২৯) ।

পুনর্মিলন ও উদ্ধার পরিকল্পনা গঠিত হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর মহা অনুগ্রহে। এজন্য এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে তাঁরই এক প্রতিজ্ঞাত সন্তানের মাধ্যমে, যিনি সেই 'সর্পের'(এখানে পাপ ও মৃত্যুর প্রতীক) মস্তক চূর্ণ করেন। যার ফলে খ্রীষ্টই পাপ ও মৃত্যুর বিলুপ্তি সাধনে চিরস্থায়ী কর্মসাধন করবেন (আদিপুস্তক ৩ঃ১৪-১৬, রোমীয়৭ঃ২৪, ইব্রীয় ২ঃ১৪, রোমীয় ৮ঃ১-৪; ১ম পিতর ১ঃ১৯-২০; ১ম যোহন ৩ঃ৫)।

অব্রাহম ও দায়ূদ ছিলেন সেই দু'ই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি যাঁদের মধ্য দিয়েই সেই উদ্ধারকারী বীজ আসবেন এবং তাদের কাছেই সেই মহান ও মহা মূল্যবান প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলো, যার মধ্য দিয়ে মহান জাতির মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঈশ্বরের সেই উদ্ধার পরিকল্পনায় জড়িত হওয়ার আবশ্যক ছিল, নচেৎ আমরা সকলেই আশাহীন অবস্থায় থাকতাম (২য় পিতর ১ঃ৪, আদিপুস্তক ১২ঃ৩, ২য় শমূয়েল ৭ঃ১২-১৬, রোমীয় ৪ঃ১৩, ইফিষীয়২ঃ১১-১৩, ৪ঃ১৮, ইব্রীয় ১১ঃ১০-১৩, ৩৯-৪০)।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

বিশ্বাস পরিত্রাণ লাভ করার জন্য অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয় একটি বিষয় এই বিশ্বাসকে সঠিক ভাবে বোঝা ও গ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই আমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহের অংশীদার হতে পারি এবং এ দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সেই সব প্রতিজ্ঞা সমূহ বুঝে তা গ্রহণ করতে পারি (রোমীয় ১ঃ১৬, ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ১-৩; প্রেরিত ৮ঃ১২)।

বাপ্তিস্মের পর আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে বুঝতে জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভ করতে সক্ষম হই। সুসমাচারে বিশ্বাস করার পর জলে সম্পূর্ণ ভাবে ডুব দেওয়া বা কবর প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে, বাপ্তিস্ম। এটি আমাদের পাপের ভার লাঘব করা ও খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক তৈরীর করার জন্য আবশ্যক একটি বিষয় (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬; প্রেরিত ২ঃ৩৮; ৮ঃ১২,৩৬,৩৭, ১০ঃ৬,৪৭, ২২ঃ ১৬; রোমীয় ৬ঃ ৩-৫; কলসীয় ২ঃ১২)।

বাধ্যতা থাকলেই আমাদের প্রভু যীশুর সকল আদেশ পালনের সাথে সাথে আমরা তার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব অবশ্যই (মথি ২৮ঃ২০, যোহন ১৪ঃ১৫-২৩, রোমীয় ২ঃ৬-৭; ফিলিপীয় ২ঃ১২, ২য় পিতর ১ঃ ৩-১১)।

পুনরুত্থান, তারাই যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসবার সময় পুনঃ জীবন লাভ করবেন যারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যোগ্য বা দায়িত্ববান (এক যারা তার ত্রাণকর্তা প্রভুর দায়িত্ব লাভ করেছেন - যোহন ১২ঃ৪৮) হিসাবে বিবেচিত হবেন (দানিয়েল ১২ঃ২, যোহন ৫ঃ:২৮-২৯, প্রেরিত ২৪ঃ১৫ পদ গুলি এই পদ গুলির সাথে মতানৈক্য প্রকাশ করে গীত ৪৯ঃ১৯-২০, যিশাইয় ২৬ঃ১৪, যিরমিয় ৫১ঃ৩৯,৫৭, যেগুলি শিক্ষা দেয় যে, সুসমাচারের প্রতি সাড়া না দেবার কারণে অনেকেই কবর থেকে উঠবে না, ইফিষীয় ৪ঃ১৮)। যারা যোগ্য বিবেচিত হবে তারা মরণশীলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মৃত্যুহীনতা লাভ করবে (যোহন ৬ঃ৩৯; ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৫০-৫৩; ফিলিপীয় ৩ঃ২১, ২য় করিন্থীয় ৫ঃ১০; ২য় তীমথিয় ৪ঃ৮; মথি ৫ঃ৫, ২৫ঃ৩১-৩৪)।

ঈশ্বরের রাজ্য

সুসমাচারের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয় ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম (লূক ৯ঃ২,৬; প্রেরিত ৮ঃ১২; ১৯ঃ৮) এবং অব্রাহমের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেটিও এখানে প্রচারিত হয়েছিল (গালাতীয় ৩ঃ৮)।

ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বের পার্থিব সব রাজাদের ছুড়ে ফেলে দেবে, তাদের সবাইকে নিজ ক্ষমতার অধীনে আনবে এবং চিরস্থায়ী ভাবে রাজত্ব করবে (দানিয়েল ২ঃ৪৪, ৭ঃ১৩-১৪,২৭; প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫; গীতসংহিতা ৭২; মীখা ৪; যিশাইয় ১১ অধ্যায়)।

রাজা দায়ূদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার কাজটি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে প্রতিজ্ঞাত আবাস ভুমি বা দেশে ইস্রায়েল জাতির সম্পূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি । যিরুশালেম নগরীই হবে সারা বিশ্বের রাজধানী এবং এখান থেকে একই আইন দ্বারা গোটা বিশ্বকে শাসন করা হবে (যিশাইয় ২ঃ২-৪, ১১ঃ১২, ২৪ঃ২৩, ৫১ঃ৩; যিরমিয় ৩ঃ১৭, ৩১ঃ১০; যিহিস্কেল ৩৭ঃ২১-২২, ৩৯ঃ২৫-২৯, যোয়েল ৩ঃ১৭; আমোষ ৯ঃ১১-১৫; মীখা ৪ঃ৬-৮; মথি ৫ঃ৩৫; লুক ১ঃ৩২-৩৩)।

সহস্র বছরের রাজত্ব মূলত এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের ফিরে আসা ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শুরু হবে, যে রাজ্যে তার লোকদের সাথে নিয়ে যীশু এক হাজার বছর শান্তিতে রাজত্ব করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৬)। ঐ সময়ে খ্রীষ্টের প্রধান কাজ হবে তার সমস্ত শত্রুকে মৃত্যু বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করা। এই এক হাজার বছর রাজত্বের শেষে ঐ সময় রাজত্ব কালের মধ্যে যারা মারা গিয়েছিলেন

তাদের আর একবার পুনরুত্থান হবে। এদের মধ্যে যারা ভালো তারা অনন্ত জীবন লাভ করার এবং যারা মন্দ তারা "দ্বিতীয় মৃত্যু" লাভের যোগ্য হবে। এভাবে মৃত্যু স্বয়ং মৃত্যুবরণ করবে বা শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর এই রাজ্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন ঈশ্বরই হবে চিরস্থায়ী সর্বেসর্বা (যিশাইয় ২৫ঃ৬-৮, ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২৪-২৮, প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৭, ১১-১৪)।

আর এভাবেই ঈশ্বর যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা শুরু হয়েছিল এই কথা দিয়ে যে, "আদিতে ঈশ্বর ..."(আদিপুস্তক ১ঃ১), "... যেন ঈশ্বরই সর্বেসর্বা হন" (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২৮)। সুসমাচারের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতায় এর প্রতি করণীয় সব কাজ করলে আমদের ঈশ্বরের সেই মহান উদ্দেশ্য পূরণের পথে নিয়ে যাবে (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬)।

<u>বিনা মূল্যের বই</u>

আপনি যদি মনে করেন যে, বাস্তব দৃশ্যত প্রমাণিত দেখানো হয়েছে যে, বাইবেলের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করা যায়, অথবা যদি আপনারা মনে করেন বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যত বাণী গুলো পূর্নতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আপনাকে এর শিক্ষা ও বাক্যের পূর্ণতার নিশ্চয়তা দান করে, তবে অবশ্যই আমরা বইটি এক কপি বিনা মূল্যে পাঠিয়ে দিব ।